পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১

নং- ২২৮৮/পি.এন./ও/১/১ই-৪/০৮

তারিখ ঃ ২৮শে মে, ২০০৮

আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ (West Bengal Act XLI of 1973) -এর ২১২ ধারা অনুসারে এই বিভাগের ১৫-০৪-২০০৮ তারিখের ১৬৭৩-পিএন./ও/১/১ই-৪/০৮ ক্রমিক আদেশনামার সংযোজনী হিসাবে এবং ঐ আইনের ঐ ধারা অনুসারে মাননীয় রাজ্যপাল, সপ্তম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন-২০০৮-এর পরে নবগঠিত পঞ্চায়েত কার্য্যভার না নেওয়া পর্যন্ত দার্জিলিঙ জেলা বাদে অন্যান্য জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পরিষদগুলিকে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

১। ঐ পঞ্চায়েতগুলি তাদের টাকা খরচ করার বিষয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত নেবে না। অবশ্য দৈনন্দিন কাজের জন্য যে টাকা খরচ করা প্রয়োজন তার জন্য যদি কোন নতুন উপভোক্তা বা বেনিফিসিয়ারী নির্বাচন করতে না হয় তাহলে করা যাবে। কোন আপৎকালীন পরিস্থিতি সামলে দেবার জন্যও তারা টাকা খরচ করতে পারবে।

২। পঞ্চায়েতগুলি তাদের বিধিবদ্ধ কাজ করতে পারে। চালু প্রকল্প এবং কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য দৈনন্দিন কাজগুলিও করতে পারবে।

৩। নবগঠিত সংস্থাগুলিকে দায়িত্ব অর্পণ করার আগে ২৫শে জুন, ২০০৮ তারিখের মধ্যে সমস্ত দস্তাবেজ এবং ক্যাশবই, উপ-ক্যাশবই, পাশবই, চেকবই, চেকবই-রেজিস্টার এবং ব্যাঙ্ক সমন্বয় বিবরণীসহ হিসাবের বই প্রস্তুত রাখতে হবে। নির্বাহী আধিকারিক / নির্বাহী সহায়কগন ঐ সমস্ত নথিগুলি যাতে নিরাপদ জিম্মায় থাকে এবং হাল-নাগাদ করা হয় তার জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। পঞ্চায়েত কর্মচারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাবে না। বর্তমান পঞ্চায়েত-এর অবস্থানকালে যে সমস্ত অগ্রিম দেওয়া হয়েছে নতুন পঞ্চায়েত-এর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করার আগে তার যথাসম্ভব সমন্বয়সাধন করতে হবে।

৪। এই সময়কালে কোন কাজের আদেশ (ওয়ার্ক-অর্ডার) দেওয়া যাবে না এবং লেখ-সামগ্রী (স্টেশনারী) ও অন্যান্য অত্যাবশকীয় জিনিষপত্র, যেগুলি দৈনন্দিন অফিস পরিচালনার প্রয়োজনে আবশ্যক সেগুলি বাদে অন্য কোন সামগ্রী কেনা যাবে না।

৫। মজুরী ভিত্তিক কাজের চাহিদা মেটানোর জন্য ধারাবাহিক কাজ / চালু কাজগুলি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান আইনের অধীনে করা যাবে। চালু কাজগুলির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটানো সম্ভব না হলে নতুন কাজ নেওয়া যাবে। ঐ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতেই নতুন কাজ শুরু করা যাবে। চালু কাজের মজুরী দেবার পূর্বে পঞ্চায়েত দেখে নেবে যে ঐ কাজের জন্য পরিমাপ-বই (মেজারমেন্ট বুক) তৈরী করা হয়েছে এবং পরিমাপ অনুযায়ী দেয় অর্থই এন.আর.জি.এ. তহবিল থেকে তোলা হবে। ঐ ধরণের অর্থপ্রদান সম্ভব হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীদের মাধ্যমে করতে হবে। যদি একান্তই প্রয়োজনীয় হয় তাহলে গ্রেড-১ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে অগ্রিম প্রদান করেও করা যাবে। বর্তমান পঞ্চায়েত কার্যভার অর্পণ করার আগেই ঐ অগ্রিমের সমন্বয় করতে হবে।

৬। ইন্দিরা আবাস যোজনার ক্ষেত্রে যেখানে প্রথম কিস্তির টাকা বেনিফিসিয়ারীকে দেওয়া হয়েছে সেখানে বাকী টাকা দেওয়া যাবে। অন্যথায় কোন টাকা দেওয়া যাবে না। ইন্দিরা আবাস যোজনার জন্য নতুন নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে।

৭। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আহরণ ও ব্যয়ন আধিকারিক (ড্রয়িং এন্ড ডিসবার্সিং অফিসার) এই আদেশনামায় যে ব্যয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে তার বাইরে অন্য কোন ব্যয়ের সম্মতি দেবেন না। কোন বিষয়ে কোন সংশয় থাকলে নির্বাহী সহায়ক সংশ্লিষ্ট সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে উল্লেখ করবেন এবং অন্যান্যরা জেলাশাসক অথবা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের নিকট উল্লেখ করে ব্যাখ্যা চাইতে পারেন।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
মানবেন্দ্র নাথ রায়
স্বাঃ/ মানবেন্দ্র নাথ রায় 26/5/08
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং- ২২৮৮/১(৬)পি.এন./ও/১/১ই-৪/০৮

তারিখ ঃ ২৮শে মে, ২০০৮

অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হল ঃ

১। কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পশ্চিমবঙ্গ।
২। অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।
৩। জেলা শাসক, ... (দার্জিলিঙ ছাড়া সমস্ত জেলা)।
৪। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ...(দার্জিলিঙ ছাড়া সমস্ত জেলা)।
বর্তমান নির্দেশনামার বিষয়বস্তু পঞ্চায়েত সংস্থাগুলিতে অবিলম্বে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৫। মহকুমা শাসক, ... মহকুমা (দার্জিলিঙ ছাড়া সমস্ত জেলায়)।
৬। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ..., ব্লক (দার্জিলিঙ ছাড়া সমস্ত জেলায়)।

যুগ্ম সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার